গঠনতন্ত্র - RAOWA

সূচিপত্র

ধারা	বিষয়	পৃষ্ঠা
-	পটভূমি	১
১	সংস্থার নাম	২
২	সংস্থার ঠিকানা	২
৩	সংস্থার কার্য এলাকা ও নিবন্ধীকরণ	২
৪	সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২
৫	সংস্থার কর্মপরিধি	৩
৬	সদস্য পদ	৪-৭
৭	শৃংখলাজনিত ব্যবস্থা	৭—৮
৮	নির্বাহী পরিষদ	৮-১৭
৯	নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন	১৭-১৯
১০	পৃষ্ঠপোষক	১৯
১১	সাধারণ সভার নিয়মাবলী	১৯-২০
১২	সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা	২০
১৩	আর্থিক প্রশাসন ও তহবিল ব্যবস্থাপনা	২০-২২
১৪	বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান বিষয়ক	২২
১৫	গঠনতন্ত্রের সংশোধন	২২
১৬	আইন ও বিধির প্রাধান্য	২৩
১৭	সংস্থা ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং পরিসম্পদ হস্তান্তর	২৩

গঠনতন্ত্র

পটভূমি

অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের কল্যাণে ১৯৮২ সালে পুনর্বাসন এবং চিত্তবিনোদনের এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, RAOWA এর যাত্রা শুরু হয়। সশস্ত্র বাহিনীর চেতনা, মূল্যবোধ, সুদীর্ঘ ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে চাকুরী পরবর্তী জীবনের সামরিক প্রক্রিয়াকে জাগরুক রাখাই এর মূল এবং প্রধান উদ্দেশ্য। সশস্ত্র বাহিনীর চাকুরী একটি সম্পূর্ণ জীবন প্রণালী । সহাবস্থান, কর্তব্য, সামাজিক দায়বদ্ধতা সর্বোপরি সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি পবিত্র দায়িত্ব, একজন সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারের সহজাত প্রবৃত্তি যা চর্চার মধ্যে রেখে জাতির ক্রান্তিলগ্নে অবদান রাখার জন্যই মূলতঃ RAOWA গঠনের পরিকল্পনা করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের উৎসাহ এবং উদ্দীপনা প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথা সমষ্টিগতভাবে স্বাভাবিক এবং ক্রান্তিকালীন পরিস্থিতি সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে মোকাবেলা করা এর লক্ষ্য। এ সংস্থাটি সুচারুরুপে পরিচালনার জন্য একজন দক্ষ অভিভাবকের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ফলশ্রুতিতে সাংগঠনিক কাঠামোয় প্রধান পৃষ্ঠপোষক পদটি সৃষ্টি হয়। সংস্থাটির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অর্জনের জন্য প্রধান পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং আইনগত এখতিয়ার নির্ধারণ করা হয়। একই সাথে সকল সদস্যগণের সংস্থাটির প্রতি দায়বদ্ধতা এবং পরিপালনীয় বাধ্যবাধকতাও উল্লেখ করা হয়। RAOWA, সমাজসেবা অধিদফরের অধীনে নিবন্ধনকৃত একটি সংস্থা । যেহেতু RAOWA অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের কল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠিত সেহেতু বাহিনী সদর সমূহের সংযোজন এবং বিভিন্ন বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্য ও তদ্বীয় পত্নীগণের সক্রিয় অংশগ্রহণও কাম্য। উল্লেখ্য যে, RAOWA'র চেয়ারপার্সন এবং অন্যান্য মূখ্য কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ বাহিনী সমূহের সদর দপ্তর কর্তৃক মনোনীত এবং অবশিষ্ট কার্যনির্বাহীগণ ও সদস্যগণ গঠনতন্ত্রের শর্তাধীনে নির্বাচিত।

পরিক্ষীত

অনুমোদিত
02/12/2022
নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

ধারা-১: সংস্থার নাম : অত্র সংস্থা **"রিটায়ার্ড আর্মড ফোর্সেস অফিসার্স ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ"** সংক্ষেপে **"রাওয়া"** বা **Retired Armed Forces Officers' Welfare Association, Bangladesh, in short (RAOWA)** নামে পরিচিত হইবে।

ধারা-২: সংস্থার ঠিকানা : রাওয়া, ঢাকা সেনানিবাসের মহাখালী ডিওএইচএস সংলগ্ন প্লট সিএস নং- ৪৩ (অংশ), ৪৬ (অংশ), ৪৭ (অংশ), ৫৫ (অংশ) এর উপর অবস্থিত সংস্থার প্রধান অফিস এর ঠিকানা :

রাওয়া
ভি আই পি রোড,
মহাখালী, ঢাকা-১২০৬, বাংলাদেশ।

ধারা-৩ : সংস্থার কার্য এলাকা ও নিবন্ধীকরণ: সংস্থার কার্য এলাকা সমগ্র বাংলাদেশ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদপ্তর এর অধীনে একটি স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ মূলক সংস্হা হিসেবে নিবন্ধিত হইবে।

ধারা-৪ : সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: রাওয়া সম্পূর্ণরূপে একটি অরাজনৈতিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান যাহা সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের কল্যাণার্থে প্রতিষ্ঠিত। সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ইহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

ক। অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদেরকে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ করা ।

খ। অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন সম্মানের সাথে সুন্দরভাবে কাটানোর পরিবেশ ও সুযোগ সৃষ্টি করা ।

গ। সংস্থার প্রতিটি সদস্য একে অপরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা যাহাতে রাওয়া তাহার সদস্যদের জন্য এবং অন্যান্য অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ব্যক্তিবর্গের সুবিধার্থে বিভিন্ন ক্লাব, গেস্ট হাউজ, রেস্ট হাউজ, হোস্টেল, মেডিকেয়ার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আর্থ-সামাজিক, সেবামূলক জাতীয় স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান এবং অনুরুপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, রক্ষনাবেক্ষণ এবং পরিচালনা করিতে সক্ষম হয়।

ঘ। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ এবং দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা রক্ষার্থে এবং আবহমানকাল হইতে দেশের স্বার্থে যেসকল সামরিক সদস্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদের স্মৃতিকে সমুজ্জ্বল এবং তাঁহাদের পরিবারের সদস্যদেরকে উজ্জীবিত রাখা।

ঙ। প্রয়াত/অবসরপ্রাপ্ত অফিসারের সন্তান/পোষ্যদের পুনর্বাসনের জন্য সাহায্য সহযোগিতা প্রদান।

চ। রাওয়া সদস্যদের দুঃখ-দুর্দশা এবং কষ্ট লাঘব করার প্রচেষ্টা করা এবং অন্যান্য অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের সার্বিক অবস্থার উন্নতির প্রচেষ্টা চালানো।

ছ। রাওয়ার সদস্যবৃন্দ ও তাদের পরিবারবর্গের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র তৈরীর নিমিত্তে একটি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা যার মূল কার্যক্রম হইবে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা করা এবং তা প্রকাশ করা।

অনুমোদিত
নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

জ। সকল সদস্যবৃন্দের মাঝে অনুভূতি সৃষ্টি করা যাহাতে তাহারা সকলে যুদ্ধাহত/অসমর্থ, প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত অফিসার্স ও অন্যান্য সামরিক সদস্য এবং তাহাদের পরিবারবর্গের কল্যাণ সাধন একটি নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেন।

ঝ। এই মর্মে সরকারের স্বীকৃতি আদায় করা যে, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য বিশেষত: অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার চাকরি হইতে অবসর গ্রহণের পর যথা শীঘ্র সমাজে (সরকারি/বেসরকারি সংস্থাতে চাকরিসহ) মর্যাদার সাথে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে। এতদুদ্দেশ্য একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করা।

ঞ। সদস্যদের মধ্যে আর্থিকসহ সকল বিষয়ে পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়িয়া তোলা। "সেল্ফ হেল্প" এর মাধ্যমে বিনিয়োগ বর্ধিত করিয়া সদস্যদের মধ্যে সমবায় সমিতির মত স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে উদ্বুদ্ধ করা এবং এ কার্যক্রমকে গতিশীল করার লক্ষ্যে উদ্যোক্তা ফোরাম স্থাপন করা।

ট। রাওয়া সদস্যদের জন্য একটি ফোরাম সৃষ্টি করা যাহাতে ইহার সদস্যগণ ও পরিবারবর্গ বিভিন্ন সামাজিক ও চিত্তবিনোদনমূলক অনুষ্ঠানসমূহ ঘরোয়া পরিবেশে উপভোগ করিতে পারে। প্রয়োজনে রাওয়া পরিবারের মহিলা ও শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট ফোরামের মাধ্যমে কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ঠ। উপযুক্ত তরুন তরুনীদের সশস্ত্র বাহিনীকে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এর ভিত হিসেবে গ্রহণের জন্য উপদেশ ও উদ্বুদ্ধ করা এবং এই উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া জাতীয় জরুরী অবস্থায় সরকারি সংস্থাকে জনবল ভর্তি ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য/সহযোগিতা প্রদান করা।

ড। সদস্যদের সুবিধার্থে বিভিন্ন সুবিধাদি যেমন: জিমনেসিয়াম, হেল্থ কেয়ার, হোমস, ডাইনিং হল, কমিউনিটি সেন্টার, পাঠাগার এবং বিভিন্ন ধরণের খেলাধুলার ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টি ও তার রক্ষনাবেক্ষণ করা।

ঢ। উপরে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য নির্বাহী কমিটি প্রয়োজন মনে করিলে সম্ভাব্য সব ধরণের কার্যক্রম গ্রহণে ক্ষমতাবান। সেই সাথে ঘোষণা করা যাইতেছে যে, উল্লেখিত উপ-ধারাসমূহে যে সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট আছে তাহা কোনো ক্রমেই অন্য কোনো পরিচ্ছেদের সূত্রে বা রাওয়ার নামে সীমিত বা বাতিল করা যাইবে না।

ধারা-৫: সংস্থার কর্মপরিধি: উপরোল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য রাওয়া বা সংস্থা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নবর্ণিত কাজ করিতে পারিবে:

ক। সংস্থার সকল বা যে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে তহবিল বা অন্য কোনো সম্পদ সংগ্রহ, গ্রহণ ও সংরক্ষণ করা এবং তাহা সরকারি মঞ্জুরীসহ অন্যান্য সংস্থা, সমিতির সদস্য ও সমর্থকদের চাঁদা, অনুদান, নির্দিষ্ট অর্থ, ঋণ, ট্রাস্ট প্রভৃতি হিসেবে অর্জন করা।

খ। সংস্থার জন্য এবং সংস্থার সব সদস্যের সাধারণ ব্যবহারের জন্য কোনো জমি, ভবন, আঙিনা কিংবা যে কোনো দ্রব্য ক্রয়, ইজারা গ্রহণ বা দখলে রাখা।

গ। বৈধ উপায়ে আয় এবং সুবিধা অর্জনের জন্য অবস্থা বিবেচনা করিয়া সংস্থার কোনো সম্পত্তি ও তহবিল আংশিক বা পূর্ণভাবে বিনিয়োগ করা।

ঘ। অবস্থা অনুকূল হইলে সংস্থার কর্মচারীদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রভিডেন্ট ফান্ড খোলা এবং তাহা পরিচালনা করা।

পরিক্ষীত

অনুমোদিত

নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

ঙ। সংস্থার উদ্দেশ্য অধিকতরভাবে অর্জনের জন্য একইরূপ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংবলিত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, লীগ/ইউনিয়ন/ সমিতির সাথে একযোগে কাজ করা কিংবা অনুমোদন দান ও সহযোগিতা করা।

চ। আন্তর্জাতিক প্রাক্তন চাকুরিজীবী সংস্থাসমূহ যেমন: বিশ্ব প্রবীণ ফেডারেশন (World Veterans Federation) এবং কমনওয়েল্থ দেশভুক্ত সার্ভিস লিগ/রিটার্ন সার্ভিস লিগ (Services League/Return Services League of Commonwealth) কিংবা একইরূপ উদ্দেশ্য সংবলিত অন্য কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুমোদন প্রার্থনা ও গ্রহণ করা।

ছ। সংস্থার বৈধ উপায়ে উপার্জিত আয় ও সম্পত্তি তাহা যেভাবেই অর্জিত হোক না কেনো তাহা সংস্থার গঠনতন্ত্রে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন, সদস্য ও তাহাদের পরিবারের কল্যাণ এবং সংস্থার ব্যবস্থাপনার জন্য সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করা হইবে। উক্ত আয় ও সম্পত্তির কোনো অংশ সংস্থার প্রাক্তন বা বর্তমান কোনো সদস্যকে লাভ, বোনাস, কমিশন, সুবিধা বা অন্য কোনোভাবে প্রদান বা হস্তান্তর করা যাইবে না। সংস্থার কর্মচারীদের বেতন প্রদান কিংবা কোনো সার্ভিসের বিনিময়ে কোনো সদস্য বা ব্যক্তিকে মজুরি প্রদানে কোনো বাধা নাই এবং সংস্থার আয় ও সম্পত্তি সাধারণ সদস্যদের অনুমোদন সাপেক্ষে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও নীতিমালা অনুযায়ী যেকোনো শিল্প কারখানা/বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান/ব্যবসায় বিনিয়োগ করা যাইবে। সংস্থার যেকোনো সম্পত্তি কোনো অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান বা যেকোনো সংস্থার নিকট বন্ধক রাখিতে সাধারণ পরিষদের পূর্বানুমোদন বাধ্যতামূলক।

জ। সংস্থা কোনো কারণে বন্ধ হইয়া গেলে, ইহার প্রতিটি সদস্য সদস্যপদ ত্যাগ করার পূর্বে সংস্থার সকল দেনা ও দায় পরিশোধ করিতে তাহার পরিসম্পদে অর্থ জোগান দিতে বাধ্য থাকিবেন, যাহা জন প্রতি ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকার অধিক হইবে না।

ঝ। সংস্থা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে সেই সময় সকল দায় ও দেনা পরিশোধের পর যদি অতিরিক্ত সম্পদ থাকে তবে যে কোনো সংস্থাকে দান করিয়া দেওয়া হইবে যাহা সংস্থার সাধারণ পরিষদের এখতিয়ারভুক্ত/ যে ভাবে সরকারি আদেশ জারি করা হইবে ।

ঞ। রাওয়া বা সংস্থার ব্যবস্থাপনার ভার সংস্থার আইন-কানুন অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ কর্তৃক দ্বিবার্ষিকভাবে নির্বাচিত নির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে।

ট। সংস্থার মোট বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৩০ ভাগ অর্থ সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে ব্যয় করা হইবে।

ধারা-৬ : সদস্য পদ:

পরিক্ষীত

ক। **সদস্য পদের শ্রেণি বিভাগ ও যোগ্যতা:**

(১) **প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য (ফাউন্ডার মেম্বার):** যাহারা সংস্থার গঠনতন্ত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং ইহার নিয়ম কানুন পালন করিতে সম্মত হইয়াছেন। প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য তালিকা 'পরিশিষ্ট-১' হিসেবে সংযুক্ত করা হইল। প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যদের কোনো বার্ষিক চাঁদা প্রদান করিতে হইবে না।

(২) **আজীবন সদস্য (লাইফ মেম্বার):** সাবেক পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের সকল অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কমিশন্ড অফিসার এবং বর্তমানে বাংলাদেশের নাগরিক যাহারা সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে গ্রহণ ও সমর্থন করেন তাহারা সবাই আজীবন সদস্যপদ লাভের যোগ্য হইবেন যদি নিম্নলিখিত বিষয়ে সম্মত/যোগ্য হন:

অনুমোদিত

নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

(ক) সংস্থার গঠনতন্ত্রের প্রতি অনুগত থাকিবেন এবং সংস্থার সকল আইন কানুন মানিয়া চলিবেন।

(খ) ভর্তি চাঁদা বাবদ এককালীন টাকা **১০০০০.০০ (দশ হাজার) মাত্র** বা সময়ে সময়ে যেরূপ সংশোধিত হয় তাহা প্রদান করেন। সত্তর উর্দ্ধ বয়সের সদস্যদেরকে ভর্তি চাঁদা প্রদান করিতে হইবে না। প্রত্যেক আজীবন সদস্য প্রতিমাসে ১০০.০০ অথবা AGM এ নির্ধারিত হারে মাসিক, ষান্মসিক অথবা বাৎসরিক ভিত্তিতে চাঁদা প্রদান করিবেন। কোন সদস্য ১২ মাস সময়ের অধিক চাঁদা প্রদান না করিলে তাহার সদস্য পদ স্থগিত হইয়া যাইবে, তবে সকল বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে তাহার সদস্য পদ পুনর্বহাল হইবে।

(গ) কোনো আইন আদালত কর্তৃক নৈতিক পদস্খলনের জন্য সাজা প্রাপ্ত হন নাই।

(ঘ) কোর্ট মার্শাল অথবা প্রশাসনিকভাবে বরখাস্ত (Dismissed) বা অপসারিত (Removed) হননি। তবে চাকুরীতে পুর্নবহাল হইয়া অবসরপ্রাপ্ত হইলে সদস্য হইতে পারিবেন।

(ঙ) ক্যান্টনমেন্ট আইন, ২০১৮ এর অধ্যায় ১৩ এর বিধানানুসারে অপসারিত বা বহিস্কৃত না হইলে অর্থাৎ অবাঞ্ছিত (PNG) ঘোষিত না হইলে।

(৩) **অনারারী সদস্য:** যে সকল ব্যক্তি সংস্থার সদস্য হওয়ার জন্য উপরের কোনো ক্যাটাগরীতে পড়েন না তবে সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং তাঁহাদের বিশেষ যোগ্যতা ও মর্যাদার কারণে সংস্থার উপকারে আসিবে বলিয়া বিবেচিত হয় তাঁহাদেরকে নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে অনারারী সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অনারারী সদস্যর সংখ্যা ১০০ এর অধিক হইতে পারিবে না। এই সকল সদস্য সকল সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন তবে তাঁহাদের কোনো ভোটাধিকার থাকিবে না।

(৪) **বিশেষ সদস্য (স্পেশাল মেম্বার):** কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করিলে তাঁহার স্ত্রী/স্বামী আপনা-আপনি বিশেষ সদস্য বিবেচিত হইবেন। এজন্য তাঁহাকে কোনো চাঁদা দিতে হইবে না। সশস্ত্র বাহিনীতে চাকুরীকালে কোনো অফিসার অথবা রাওয়ার সদস্য হন নাই এমন কোনো অবসরপ্রাপ্ত অফিসার মৃত্যুবরণ করিলে নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে তাঁহার স্ত্রী/স্বামী এই ক্যাটাগরীতে বিশেষ সদস্য হইতে পারিবেন। এজন্য তাহাকে টাকা ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) শুধুমাত্র ভর্তি ফি প্রদান করিতে হইবে যাহা নির্বাহী কমিটি ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ বিবেচনায় পূর্ণ বা আংশিক মওকুফ করিতে পারিবেন। স্পেশাল মেম্বারদের ২১ বছর বয়স পর্যন্ত সন্তানগণ কোনো চাঁদা প্রদান ব্যতিরেকে অন্য সদস্যদের স্ত্রী ও সন্তানদের মত সকল সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন। তবে এরুপ বিশেষ সদস্য পুনরায় বিবাহ করিলে তাঁহার সদস্যপদ বাতিল বলিয়া বিবেচিত হইবে। তাঁহাদের কোনো ভোটাধিকার থাকিবে না। বিশেষ সদস্য মৃত্যুবরণ করিলে তাহাদের সন্তানগণ ২১ বছর বয়স পর্যন্ত কোনো চাঁদা ব্যতিরেকে সকল সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন।

(৫) **মরনোত্তর সদস্যপদ:** সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের মধ্যে যারা জীবিত নন এবং রাওয়ার সদস্য ছিলেন না, তাদের মধ্যে যারা বিশেষ অবদান রাখিয়াছেন বা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন অথবা বিরল ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন তাদেরকে নির্বাহী কমিটি ক্ষেত্র বিশেষে বিশেষ বিবেচনায় **"মরনোত্তর আজীবন সদস্য পদ"** প্রদান করিতে পারিবে। এই শ্রেণির সদস্যদের জন্য পৃথক রাওয়া নম্বর ও একটি তালিকা সংরক্ষিত হইবে যেখানে তাদের ছবিসহ সংক্ষিপ্ত জীবন বিবরণী লিপিবদ্ধ থাকিবে। এই শ্রেণিতে অন্তর্ভূক্ত হইতে পারে তাহার একটি সম্ভাব্য তালিকা (যা চূড়ান্ত হিসাবে গন্য হইবে না) নিম্নে দেওয়া হইল:

পরিক্ষীত

অনুমোদিত

২/২/২০

নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

(ক) মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল অফিসারবৃন্দ।

(খ) মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অথবা তার প্রাক্কালে ও পরবর্তীতে যে সকল অফিসারবৃন্দ পাক বাহিনী বা তাদের দোসরদের হাতে নিহত হয়েছেন।

(গ) স্বাধীনতার পর দেশের অভ্যন্তরে অথবা বিদেশে সন্ত্রাস দমন অভিযান অথবা শান্তিরক্ষী হিসাবে কর্তব্যরত অবস্থায় শাহাদাত বরণকারী অফিসারগণ।

(ঘ) চাকুরিরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত কোন অফিসার যদি কোন বিশেষ পরিস্থিতির শিকার হয়ে নির্মমভাবে নিহত হন।

(ঙ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বে এবং পরে যে সকল সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার বিশেষ অবদান রাখিয়াছেন।

(টীকা : শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠাকালীন এবং আজীবন সদস্যদের ভোটাধিকার থাকিবে)

খ। **সদস্যপদ গ্রহণ পদ্ধতি:**

(১) কোনো ব্যক্তি উপরে বর্ণিত ধারা ৭ অনুযায়ী সংস্থার সদস্য হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হইলে নির্ধারিত আবেদন পত্রে সেক্রেটারি জেনারেলের নিকট আবেদন জমা করিতে পারেন। উক্ত আবেদন পত্রের শেষ অনুচ্ছেদে RAOWA এর গঠনতন্ত্র, আচরণ বিধি এবং SOP সঠিকভাবে মানিয়া চলিবার উপর একটি অঙ্গীকারনামা সন্নিবেশিত থাকিবে যা আবেদনকারীর স্বাক্ষরিত অবস্থায় জমা দিতে হইবে। আজীবন সদস্যপদের জন্য আবেদন পত্রের সাথে শুধুমাত্র ভর্তি চাঁদা প্রদান করিতে হইবে। নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক আবেদন পত্র অনুমোদনের দিন হইতে সদস্য পদ কার্যকর হইবে।

(২) কোনো সদস্যপদ প্রার্থীর আবেদন নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক বাতিল হইলে তিনি সাধারণ পরিষদের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন। এই ধরণের আবেদন সংস্থার সাধারণ পরিষদের সভায় পর্যালোচনা করা হইবে, সিদ্ধান্ত অবশ্য পালনীয় এবং চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩) সদস্যপদের সকল আবেদন প্রাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৪) কোনো অফিসার অবসরউত্তর প্রস্তুতিকালীন ছুটিতে (পিআরএল) থাকিলে তিনি তাঁহার আবেদনের সাথে সার্ভিস সদর দপ্তর হইতে অনাপত্তি সনদপত্র প্রদান সাপেক্ষে সংস্থার সদস্য হইতে পারিবেন।

(৫) সংস্থাটি গঠনের শুরু হইতে বিভিন্ন বিবর্তনে যাহারা প্রতিষ্ঠাকালীন ও আজীবন সদস্য ছিলেন তাহারা রাওয়ার সদস্য হিসাবে পরিগনিত হইবেন।

গ। **সদস্যদের সুযোগ সুবিধা:**

(১) প্রতিষ্ঠাকালীন এবং আজীবন সদস্যদের সাধারণ সভায় যোগ দেওয়ার ও ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে। তাঁহারা নির্বাহী পরিষদ বা অন্যান্য কমিটির নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই সকল কমিটির সভায় ভোট দিতে পারিবেন।

পরিক্ষিত

অনুমোদিত
২/২/২০
নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

(২) সকল সদস্যের নির্ধারিত চার্জ প্রদান পূর্বক সংস্থার সকল সুযোগ/সুবিধা গ্রহণের অধিকার থাকিবে এবং সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত সামাজিক ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সময়ে ধার্যকৃত চার্জ প্রদান পূর্বক অংশগ্রহণের অধিকার থাকিবে।

ঘ। **সদস্যপদ বাতিল/স্থগিত করণ:** কোনো ব্যক্তি যাহাকে সংস্থার সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা হইয়াছে, নিম্নলিখিত কারণে তাহার সদস্যপদ বাতিল/স্থগিত করা যাইতে পারে:

(১) ইস্তফা প্রদান করিলে সদস্যপদ বাতিল হইবে।

(২) মৃত্যু ঘটিলে সদস্যপদ বাতিল হইবে, তবে অনুরূপ সদস্যের স্ত্রী/স্বামী আপনা-আপনি বিশেষ সদস্য বিবেচিত হইবেন। এজন্য তাহাকে কোনো চাঁদা দিতে হইবে না। তবে তিনি পুনরায় বিবাহ করিলে এই সুযোগ/সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন না।

(৩) কোনো আদালত কর্তৃক কোনো সদস্য নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধের জন্য সাজাপ্রাপ্ত হইলে।

(৪) ক্যান্টনমেন্ট আইন, ২০১৮ এর অধ্যায় ১৩ এর বিধানানুসারে অপসারিত বা বহিস্কৃত হইলে অর্থাৎ অবাঞ্চিত (PNG) ঘোষিত হইলে অবাঞ্চিত থাকা অবধি সদস্য পদ স্থগিত থাকিবে।

ধারা-৭ : শৃঙ্খলাজনিত ব্যবস্থা:

ক। কোনো সদস্য সশস্ত্র বাহিনী এবং রাওয়ার সম্মান, স্বার্থ, সুনাম এবং সশস্ত্র বাহিনী এবং রাওয়ার লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতি হানিকর আচরণ করিলে বা SOP এবং গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী কোনো কাজ করিলে নির্বাহী পরিষদ স্বপ্রণোদিত হইয়া তাৎক্ষনিকভাবে তাহা আমলে (Cognizance) লইবে এবং অনুরূপ হানিকর কাজের জন্য যে কোনো সদস্য, নির্বাহী পরিষদের সদস্যসহ অন্য যে কোনো সদস্য সেক্রেটারী জেনারেল এর নিকট লিখিতভাবে অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবেন।

খ। নির্বাহী পরিষদ স্বপ্রণোদিতভাবে অভিযোগ আমলে (Cognizance) নেওয়ার দিন হইতে অথবা কোনো সদস্যের নিকট হইতে অভিযোগ প্রাপ্তির দিন হইতে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে নির্বাহী পরিষদের সভায় সেই অভিযোগসমূহ আলোচনা করিবে।

গ। নির্বাহী পরিষদের সভায় নির্বাহী পরিষদের কোনো সদস্য এবং সংস্থার কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রাথমিকভাবে সত্য বলিয়া প্রতিয়মান হইলে এবং উক্ত সভায় তাহা অনুমোদিত হইলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাজনিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

ঘ। প্রথমেই অভিযোগসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ পূর্বক লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট সদস্য/সদস্যবৃন্দকে জানাইয়া তাঁহার/তাঁহাদের বিরুদ্ধে কেনো যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না সেই মর্মে সেক্রেটারি জেনারেল কর্তৃক কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করিতে হইবে। উক্ত নোটিশ প্রাপ্তির দিন হইতে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সেক্রেটারি জেনারেল এর বরাবরে লিখিতভাবে কারণ দর্শানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্য/সদস্যবৃন্দকে নির্দেশ দিতে হইবে।

ঙ। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত সদস্য/সদস্যবৃন্দ কারণ দর্শাইতে ব্যর্থ হইলে অথবা তাঁহার/তাঁহাদের দাখিলকৃত উত্তরে নির্বাহী পরিষদ সন্তুষ্ট না হইলে উক্ত সংশ্লিষ্ট সদস্যকে/সদস্যবৃন্দকে লিখিতভাবে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে ব্যক্তিগত শুনানির জন্য নির্বাহী পরিষদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিবে।

চ। অভিযুক্ত সদস্য/ সদস্যবৃন্দ লিখিত বক্তব্য/ব্যক্তিগত শুনানি শেষে নির্বাহী পরিষদ যদি এই মর্মে সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হয় যে, অভিযুক্ত সদস্য/সদস্যবৃন্দের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে

অনুমোদিত

নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা হইলে অভিযোগের গুরুত্বানুযায়ী অভিযুক্ত সদস্য/ সদস্যবৃন্দের বিরুদ্ধে নিম্নরূপভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে :

(১) অভিযুক্ত সদস্য/ সদস্যবৃন্দের সদস্যপদ সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছরের জন্য স্থগিত করিতে পারিবে। নির্বাহী পরিষদ নিজস্ব ক্ষমতাবলে সর্বোচ্চ ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত অভিযুক্ত সদস্য/ সদস্যবৃন্দের সদস্যপদ স্থগিত রাখিতে পারিবে। ০৬ (ছয়) মাসের উর্দ্ধে সদস্য পদ স্থগিত করিলে এ স্থগিতাদেশ চলমান থাকিবে এবং পরবর্তী নিকতম সাধারণ সভায় তাঁহা অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে। সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুরূপ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) কোনো সদস্যের সদস্য পদ স্থগিত হইলে তিনি রাওয়া কমপ্লেক্স এবং রাওয়ার কোনো স্থাপনায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না। তবে এই সদস্য তাহার প্রতিনিধির মাধ্যমে তাহার বকেয়া বিল পরিশোধ করিতে পারিবেন। এই নিষেধাজ্ঞা তাহার পরিবারের জন্য প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) নির্বাহী পরিষদের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হইলে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে তবে নির্বাহী পরিষদ এ বিষয়ে আলোচনা অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় অভিযুক্ত সদস্য উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। নির্বাহী পরিষদের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত স্থগিতাদেশ বা যেকোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে উক্ত সদস্য নির্বাহী কমিটির সদস্য পদে দায়িত্ব পালনের জন্য অযোগ্য বিবেচিত হইবেন এবং এরূপ শূন্য পদে নির্বাহী পরিষদ সংস্থার সদস্যদের মধ্য হইতে কো-অপশনের মাধ্যমে এ শূন্য পদ পূরণ করিবে এবং উক্ত পদের পরবর্তী নির্বাচনে উক্ত পদে নির্বাচন হইবে। নির্বাহী পরিষদের সদস্য বলিতে নির্বাহী পরিষদের মনোনীত ও নির্বাচিত ১৬ জন সদস্যদেরকে বুঝাইবে এবং উপরোক্ত রুপে কো–অপশনকৃত সদস্যও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে।

(৪) গঠনতন্ত্রের বিধান লঙ্ঘন গুরুতর শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হইবে। কোন সদস্যের শৃংখলা বহির্ভূত কোন কাজের গুরুত্ব বিবেচনা পূর্বক বিষয়টি প্রধান পৃষ্ঠপোষকের সদয় অবগতি এবং পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য চেয়ারম্যান কর্তৃক উপস্থাপন করা হইবে।

ধারা-৮ : নির্বাহী পরিষদ: সংস্থার কার্যক্রম একটি নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হইবে।

ক। **প্রথম অস্থায়ী নির্বাহী পরিষদ:** ২১ মার্চ ১৯৮২ তারিখে সর্বপ্রথম সংস্থার অস্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়, যাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। উক্ত কমিটি সংস্থার প্রথম সাধারণ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত নিবন্ধন ও সংস্থার নির্বাহী কমিটি হিসেবে কাজ করিবে। এই নির্বাহী কমিটির আরও সদস্য কো-অপ্ট করার ক্ষমতা থাকিবে, তবে তাহা ২১ জনের বেশি হইবে না :

(১) লে: জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিন, আইডিসি, পিএসসি- চেয়ারম্যান।
(২) কর্নেল এস এম রেজা, পিএসসি - সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান।
(৩) লে: কর্নেল রেজাউল জলিল, পিএসি - ভাইস চেয়ারম্যান।
(৪) লে: কর্নেল হেসামউদ্দিন আহমেদ, পিএসসি - ভাইস চেয়ারম্যান।
(৫) ক্যাপ্টেন এম এ হাকিম - সেক্রেটারি জেনারেল।
(৬) ক্যাপ্টেন আনিসুর রহমান সিনহা - জয়েন্ট সেক্রেটারি।
(৭) লে: কর্নেল ফয়েজ বাহার, পিএসসি - জয়েন্ট সেক্রেটারি।

পরিক্ষীত

অনুমোদিত
নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

(৮) মেজর একেএম ফজলুল বারী, পিএসসি-ট্রেজারার।

(৯) ক্যাপ্টেন মো: হাফিজউল্লাহ - নির্বাহী সদস্য।

(১০) লে: কর্নেল মো: মাহমুদুর রহমান-নির্বাহী সদস্য।

(১১) ক্যাপ্টেন জামিলুর রহমান খাঁন-নির্বাহী সদস্য।

(১২) মেজর সৈয়দ আশফাক আহমেদ-নির্বাহী সদস্য।

(১৩) মেজর কাজী শরীফ উদ্দিন আহমেদ, পিএসসি, টিই- নির্বাহী সদস্য।

(১৪) মেজর অনুকুল চন্দ্র দেব-নির্বাহী সদস্য।

(১৫) মেজর আনোয়ারম্নল হক- নির্বাহী সদস্য।

(১৬) ব্রিগেডিয়ার এ রউফ-কো-অপটেড নির্বাহী সদস্য।

(১৭) লে: কর্নেল কিউএএফএম এ রফিক- কো অফটেড নির্বাহী সদস্য।

(১৮) কর্নেল মো: ইকবাল-কো-অপটেড নির্বাহী সদস্য।

খ। **নির্বাহী পরিষদের গঠন:** নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ ০২ (দুই) বছরের জন্য নির্বাচিত হইবেন। নির্বাহী পরিষদের গঠন নিম্নরুপ:

(১) চেয়ারম্যান -১ জন

(ক) আগ্রহী অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এবং তদুর্দ্ধ পদমর্যাদার/ ন্যূনতম ৩০ বছর চাকুরী সম্পন্ন রাওয়ার সদস্যগণের মধ্য হইতে প্রধান পৃষ্ঠপোষক কর্তৃক প্রয়োজনে অন্যান্য বাহিনী প্রধানদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে মনোনীত হইবেন।

(খ) উপরোক্তরুপ কোন আগ্রহী প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রধান পৃষ্ঠপোষক কর্তৃক রাওয়ার সদস্যগণের মধ্য হইতে প্রয়োজনে অন্যান্য বাহিনী প্রধানদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সরাসরি মনোনয়ন দেওয়া হইবে।

(২) ভাইস চেয়ারম্যান - ৩ জন

(ক) অবসরপ্রাপ্ত সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী হতে একজন করে কর্ণেল বা তদুর্ধ (সমপদ মর্যাদার)/ন্যূনতম ২৮ বছর চাকুরী সম্পন্ন কর্মকর্তাদের মধ্য হতে নির্বাচিত।

(খ) কোন আগ্রহী প্রার্থী না পাওয়া গেলে স্ব স্ব বাহিনী প্রধান কর্তৃক রাওয়ার সদস্যদের মধ্য হতে সরাসরি মনোনয়ন দেওয়া হইবে।

পরিক্ষীত

(৩) সেক্রেটারি জেনারেল - ১ জন

(ক) আগ্রহী অবসরপ্রাপ্ত রাওয়ার সদস্যগণের মধ্য থেকে প্রধান পৃষ্ঠপোষক কর্তৃক প্রয়োজনে অন্যান্য বাহিনী প্রধানদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে মনোনীত।

(খ) আগ্রহী প্রার্থী না পাওয়া গেলে প্রধান পৃষ্ঠপোষক কর্তৃক প্রয়োজনে অন্যান্য বাহিনী প্রধানদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে রাওয়ার সদস্যদের মধ্য হতে সরাসরি মনোনয়ন দেওয়া হইবে।

অনুমোদিত

নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

(৪)	মেম্বার - ১	- ১ জন
(৫)	মেম্বার - ২	- ১ জন
(৬)	মেম্বার - ৩	- ১ জন
(৭)	মেম্বার - ৪	- ১ জন
(৮)	মেম্বার - ৫	- ১ জন
(৯)	মেম্বার - ৬	- ১ জন
(১০)	মেম্বার - ৭	- ১ জন
(১১)	মেম্বার - ৮	- ১ জন
(১২)	মেম্বার - ৯	- ১ জন
(১৩)	মেম্বার - ১০	- ১ জন
(১৪)	মেম্বার - ১১	- ১ জন
(১৫)	মেম্বার - ১২	- ১ জন
	মোট	- ১৭ জন

(১৬) অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি জেনারেল ব্যতিত অন্যান্য ১৫ জন (২-৩ জন মহিলা সদস্যের জন্য কোটা নির্ধারিত থাকবে) সদস্য উন্মুক্ত ভোটের মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন এক জন সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হইবেন। ভাইস চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে ধারা ৮ খ(২) প্রযোজ্য হইবে ।

(১৭) নির্বাচিত সদস্যদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যাধিক্য, সদস্যের আগ্রহ ও চেয়ারম্যানের বিবেচনায় নির্বাহী পরিষদের বিভিন্ন পদের মনোনয়ন দেওয়া হইবে।

(১৮) নির্বাহী পরিষদের ১৭ জনের অতিরিক্ত ৩ জন চাকুরীরত (ন্যূনতম লেঃ কর্ণেল/সম পদমর্যাদার) সামরিক সদস্য স্ব স্ব বাহিনী কর্তৃক পর্যবেক্ষক সদস্য হিসেবে মনোনীত হইবেন। উক্ত সদস্যগণ বাহিনী প্রধানগণের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন এবং তাদের কোন ভোটাধিকার থাকিবে না।

(১৯) কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য এক জন প্রার্থীর ন্যূনতম ১৫ বছরের সক্রিয় সামরিক চাকুরীর অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে । অন্যান্য যোগ্যতা সমূহ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে।

(২০) কার্যনির্বাহীর কোন পদে একাধারে (Consecutive) একবারের বেশি মনোনীত কিংবা নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

পরিক্ষীত

(২১) কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রত্যক সদস্য মানসিক ও শারীরিকভাবে সুস্থ্য, সবল ও কর্মঠ এবং সংগঠনের জন্য সময় দিতে সক্ষম হইতে হইবে।

গ। **নির্বাহী পরিষদের ব্যবস্থাপনা:**

(১) সংস্থার সকল নির্বাহী ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ এই নির্বাহী পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে, যাহা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে। নির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ নতুন নির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আইন অনুযায়ী দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত কাজ চালাইয়া

অনুমোদিত

নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

যাইবেন। বিদায়ী নির্বাহী পরিষদ নির্বাচনের ১৫ দিনের মধ্যে নতুন নির্বাহী পরিষদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করিবেন।

(২) নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের সেবা হইবে স্বেচ্ছাসেবামূলক। শুধুমাত্র ভোটাধিকার যোগ্য সদস্যগণ নির্বাহী পরিষদের সদস্য পদের জন্য নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবেন।

(৩) নির্বাহী পরিষদ সাধারণত: মাসে কমপক্ষে একবার চেয়ারম্যান/সেক্রেটারি জেনারেল কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে বৈঠকে বসিবেন। নির্বাহী পরিষদের প্রতি সভায় অংশগ্রহণের জন্য সদস্যগণ ২০০০.০০ টাকা করিয়া সম্মানি পাইবেন। এই সম্মানী সময়ের সাথে পূণ:নির্ধারণ যোগ্য।

(৪) কোনো সদস্য যদি লিখিতভাবে পদত্যাগ করেন এবং নির্বাহী পরিষদ যদি তাহা গ্রহণ করে তবে ঐ পদ শূন্য হইয়াছে বলিয়া গ্রহণ করা হইবে।

(৫) নির্বাহী পরিষদের কোনো সদস্য যদি জানাইয়া কিংবা না জানাইয়া পাঁচটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন তবে তাহার সদস্য পদ বাতিল হইয়া যাইবে।

(৬) কোনো সদস্যের পদ শূন্য হইলে নির্বাহী পরিষদ সংস্থার সদস্যদের মধ্য হইতে কো-অপশনের মাধ্যমে ঐ শূন্য পদ পূরণ করিবে এবং পরবর্তী নির্বাচনে উক্ত পদের নির্বাচন হইবে।

(৭) কোনো সদস্য যে পদের জন্য নির্বাচিত বা কো-অপ্ট হইয়াছেন যদি তিনি সেই পদ গ্রহণে বা দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানান তবে তিনি সেই পদ হইতে বাদ পড়িয়াছেন বলিয়া ধরা হইবে এবং ঐ পদটি শূন্য হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৮) কোনো সদস্যের সদস্যপদ যদি উপরোক্ত ক্রমিক নং (৫) ও (৭) এর কারণে বাতিল হয় তাহলে পরবর্তী চার বছরের জন্য তিনি আর কোনো পদে প্রতিদ্বন্ধিতা করিতে পারিবেন না।

(৯) নির্বাহী পরিষদ সদস্যগণের দায়িত্ব উপধারা-'ঙ' অনুযায়ী পালন করিতে হইবে।

(১০) নির্বাহী পরিষদের কোনো পদ খালি থাকিলে তাহার জন্য কোনো ক্রমেই ঐ নির্বাহী পরিষদ সিদ্ধান্তসমূহ এবং বিভিন্ন কার্যাবলী বাতিল হইয়া যাইবে না।

ঘ. **নির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী:**

(১) নির্বাহী পরিষদ চেয়ারম্যান/সেক্রেটারি জেনারেল কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে প্রতি মাসে কমপক্ষে একবার বৈঠক বসিবে। সেক্রেটারি জেনারেল কমপক্ষে সাত দিন পূর্বে সভার আলোচ্যসূচি সবাইকে জানাইবেন। জরুরী প্রয়োজনে চেয়ারম্যানের নির্দেশে কমপক্ষে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে সভা ডাকা যাইতে পারে। ২/৩ অংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ণ হইবে।

(২) প্রশাসন, প্রচার-প্রচারণা ও সদস্য সংক্রান্ত বিষয়টি রুটিন মাফিক সমুদয় কাজ এবং যেসব বিষয় সাধারণ পরিষদে পাঠানো যাইতে পারে তাহা সুপারিশ করা।

(৩) বাজেটের আওতায় সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্পন্ন করা।

(৪) বার্ষিক/বিশেষ সাধারণ সভায় (এজিএম/ইজিএম) পেশ করার আগে বাজেট, মাসিক ক্যাশ হিসাব, বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক হিসাব ও ব্যালেন্স শিট, গঠনতন্ত্রের ধারা ও বাইলজ এবং হস্তান্তর যোগ্য দলিল ও দস্তাবেজ পরীক্ষা, অনুমোদন ও সুপারিশ করা।

(৫) সংস্থার কোনো কর্মচারী নিয়োগ, সাময়িক বরখাস্ত, বরখাস্ত (টারমিনেশন) এবং চাকরিচ্যুত (ডিসমিস) করা। জরুরী প্রয়োজনে সেক্রেটারি জেনারেল চেয়ারম্যানের সহিত পরামর্শক্রমে যেকোনো

পরিক্ষীত

অনুমোদিত

নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত এবং সাময়িক নিযুক্তি দিতে পারিবেন এবং পরবর্তী নির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবে।

(৬) গঠনতন্ত্রের আওতায় সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন।

(৭) সংস্থার সকল বা যেকোনো লক্ষ্য ও আদর্শ অর্জনের জন্য তহবিল সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা এবং ব্যয় করা।

(৮) সংস্থার নামে কোনো তফসিলী ব্যাংক বা পোস্ট অফিসে ব্যাংক একাউন্ট (চলতি, সঞ্চয়ী, স্থায়ী আমানত, বিনিয়োগ) খোলা ও পরিচালনা করা। এসব একাউন্ট চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি জেনারেল এবং ট্রেজারার এই তিন জনের মধ্যে যেকোনো দুইজনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালনা করা হইবে।

(৯) উপস্থিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত এসকল তহবিল ট্রাস্ট আইনের অধীনের সিকিউরিটি বন্ড, পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংকে স্থায়ী আমানত কিংবা উপযুক্ত পোস্টাল সার্টিফিকেটে বিনিয়োগ করা।

(১০) প্রয়োজন বোধে যেকোনো সময়ে চলতি হিসাবে অর্থ বৃদ্ধি, কোন জরুরী প্রয়োজন মিটানো এবং কোন স্থায়ী আমানত, সিকিউরিটি বা পোস্টাল সার্টিফিকেট বিন্যাস করার জন্য এসকল সিকিউরিটি এবং আমানতের বিপরীতে সুদসহ বা সুদবিহীন ঋণ গ্রহণ করা।

(১১) সংস্থার লক্ষ্য ও আদর্শ পূরণের জন্য জরুরী প্রয়োজনে সরকার, স্থানীয় সংস্থাসমূহ, ব্যাংক কিংবা কোন ব্যক্তির কাছ হইতে সুদসহ বা সুদবিহীন তহবিল/মঞ্জুরী/ঋণ গ্রহণ।

(১২) সংস্থার প্রয়োজনে কোনো ভবন বা জমি ক্রয়, অধিগ্রহণ বা ইজারা গ্রহণ।

(১৩) সংস্থার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি দেখাশোনা করা এবং সংস্থার মালিকানাধীন সম্পত্তি সংস্থার স্বার্থে ভাড়া দেয়া।

(১৪) সকল শ্রেণির সদস্যপদের আবেদন পত্র অনুমোদন করা। সংস্থার আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে এফিলিয়েশন প্রদান করা।

(১৫) কোনো বিধিবদ্ধ বা সংযুক্ত সংস্থার পক্ষে কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি দখলে রাখা।

(১৬) প্রয়োজন মনে করিলে নির্বাহী পরিষদের সদস্য বা প্রতিষ্ঠাকালীন/আজীবন সদস্য ও তাঁহাদের স্ত্রীদের লইয়া উপ-কমিটি গঠন করিয়া তাঁহাদেরকে কাজে নিয়োজিত করা।

(১৭) বছরের যেকোনো সময়ে নির্বাহী পরিষদ/উপকমিটি সমূহের কোনো পদ শূন্য হইলে তাহা পূরণ করা।

(১৮) নির্বাহী পরিষদের ক্ষমতা ব্যবহারের প্রয়োজনে কোনো প্রমিসরি নোট, বিল অব এক্সচেঞ্জ এবং অন্য কোনো হস্তান্তর যোগ্য দলিল ও এধরণের অন্যান্য দলিলপত্র তৈরী, গ্রহণ, অনুমোদন ও বাস্তাবায়ন।

(১৯) অবৈতনিক বা বৈতনিক চার্টার্ড/ রেজিস্টার্ড একাউন্টেন্টদের অডিটর নিয়োগ করা যাহারা সংস্থার হিসেবপত্র নিয়মসিদ্ধ মোতাবেক অডিট করিবেন। সাধারণ পরিষদের অনুমোদন ক্রমে এই অডিটর নিয়োগ করা হইবে। এছাড়াও প্রতি বছরের জন্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত অভ্যন্তরীণ হিসাব ও নিরীক্ষা কমিটি দ্বারা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হিসাব নিরীক্ষা সম্পন্ন করা।

পরিক্ষীত

অনুমোদিত

নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

(২০) বিদেশে কোনো সম্মেলন বা প্রাক্তন চাকরিজীবীদের সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য সদস্য নিয়োগ করা এবং প্রয়োজন হইলে তাহার ভ্রমণ ব্যয় পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রদান করা।

(২১) সংস্থার পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত কোন উকিল বা আইনি ফার্ম নিয়োগ করা এবং এই ব্যাপারে যাবতীয় খরচ ও চার্জ প্রদান করা। সাধারণ পরিষদের পূর্বানুমোদন ছাড়া সংস্থার কোনরূপ সম্পত্তি বিক্রয় বা মর্টগেজ দেওয়া যাইবে না।

(২২) কোনো ট্রাস্ট গঠন ও পরিচালনা, ট্রাস্টির নিয়োগ ও তাঁহাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ এবং প্রয়োজনে তাঁহাদের কাউকে বা সবাইকে অপসারণ।

(২৩) সংস্থার যেকোনো বা সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সব রকম নির্বাহী ও প্রশাসনিক কাজের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা।

(২৪) সংস্থার গঠনতন্ত্র ও আইনে উল্লেখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তাবায়নের জন্য সময়ে সময়ে গঠনতন্ত্রের সহিত সংগতি রাখিয়া বাইলজ প্রণয়ন করা।

(২৫) নির্বাহী পরিষদ তাহার সকল কাজ ও সিদ্ধান্তের জন্য সাধারণ পরিষদের নিকট জবাবদিহি করিবে, তবে কোনো বিশেষ বা অধিভুক্ত সংস্থার নিকট তাহাদের কাজ ও সিদ্ধান্ত জন্য কারণ দর্শাইতে হইবে না।

(২৬) নির্বাহী পরিষদের সভায় গৃহিত সিদ্ধামেন্তর আলোকে গঠিত সকল ধরণের তদন্ত কমিটির রিপোর্ট/প্রতিবেদন/ সুপারিশ গ্রহণ/অনুমোদন/বাতিল করণ। তবে সাধারণ পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে গঠিত সকল কমিটি/বোর্ডের প্রতিবেদন নির্বাহী পরিষদের মতামত/ সিদ্ধান্ত সহকারে তাঁহা সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

(২৭) সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বর্ণিত গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা ও উহার নীতিমালা প্রণয়ন, সংগঠন এবং অর্থায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(২৮) সংস্থার সকল প্রকার প্রশাসনিক কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত/নীতিমালা বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োজিত কার্যালয়ের (রাওয়া কার্যালয়) তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করা। রাওয়া কার্যালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ নিম্নরুপ হইবে :

(ক) সংস্থার সকল অপারেশনাল, প্রশাসনিক, সংস্থাপন এবং সেক্রেটারিয়েট দায়িত্ব পালন করা।

(খ) নির্বাহী পরিষদের পক্ষে মৌলিক নিয়ন্ত্রণ, যোগাযোগ, সমন্বয় এবং তথ্যের দায়িত্ব পালন করা।

৬. **নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য:**

(১) **চেয়ারম্যান:**

(ক) চেয়ারম্যান হচ্ছেন সংস্থার গঠনতান্ত্রিক প্রধান। নির্বাহী পরিষদের সকল সদস্য চেয়ারম্যানের সহিত পরামর্শক্রমে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিবেন।

পরিক্ষীত

অনুমোদিত

নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

(খ) চেয়ারম্যান সংস্থার সকল বার্ষিক সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা (ইজিএম) এবং নির্বাহী পরিষদের সভা ও আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(গ) সকল সভায় ভোটের ফলাফল সম্পর্কে চেয়ারম্যানের ঘোষণা চূড়ান্ত বিবেচিত হইবে যদি না তাৎক্ষণিকভাবে কেহ সেইরূপ ঘোষণা চ্যালেঞ্জ করিয়া পুনরায় ভোটের জন্য দাবি না করেন।

(ঘ) চেয়ারম্যানের স্বাভাবিক ভোটদানের অধিকার ছাড়াও নির্ধারক ভোটের অধিকার থাকিবে।

(ঙ) চেয়ারম্যানের কোনো সভা মূলতবী করার বা কোনো বিষয়ে বির্তক স্থগিত করার ক্ষমতা থাকিবে যদি না উপস্থিত ভোটদাতাদের দুই-তৃতীয়াংশ তাঁহার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে।

(চ) চেয়ারম্যান জরুরী অবস্থায় কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং তা পরবর্তী নির্বাহী কমিটিতে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন।

(ছ) সুষ্ঠুভাবে রাওয়া পরিচালনার জন্য কোনো সদস্যের অনুপস্থিতির কারণে তার দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ অন্য কোনো সদস্যের মধ্যে বন্টন করিতে পারিবেন।

(জ) ৪৫ দিনের নোটিশে বার্ষিক সাধারণ পরিষদের সভা (এজিএম), ন্যূনতম ২১ দিনের নোটিশে বিশেষ সাধারণ পরিষদের সভা (ইজিএম) এবং ন্যূনতম ০৭ দিনের নোটিশে নির্বাহী পরিষদ সভা এবং ন্যূনতম ২৪ ঘণ্টার নোটিশে জরুরী নির্বাহী পরিষদ সভা ডাকিতে পারিবেন।

(২) <u>ভাইস চেয়ারম্যান:</u>

(ক) চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান এর অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(খ) চেয়ারম্যান যে দায়িত্ব প্রদান করিবেন তাহা পালন করিবেন এবং এ ব্যাপারে তাহাকে সহায়তা করিবেন।

(৩) <u>সেক্রেটারি জেনারেল:</u> তিনি সংস্থার প্রধান নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করিবেন। সংক্ষেপে তাঁহার দায়িত্ব নিমণরূপ :

(ক) সংস্থার সকল সম্মেলন ও সভায় উপস্থিত থাকিবেন এবং সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(খ) সংস্থার সকল সভার সিদ্ধামন্ত এবং কার্যবিবরণী সঠিকভাবে সংরক্ষণ করিবেন এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপযুক্ত কার্যব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(গ) সংস্থার সদস্যদের নাম ও ঠিকানা সঠিকভাবে সংরক্ষণ এবং সাধারণ পরিষদ, নির্বাহী পরিষদ এবং উপ কমিটিসমূহের সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করিবেন।

(ঘ) তিনি সাধারণভাবে নির্বাহী পরিষদের সহযোগিতায় সংস্থাকে প্রগতিশীলভাবে সংগঠিত করণের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(ঙ) সংস্থার প্রশাসন ও নীতি সংক্রান্ত সকল বিষয়ে পরামর্শ দান করিবেন।

(চ) সংস্থার পক্ষে সকল প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করিবেন।

পরিক্ষীত

অনুমোদিত

নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

(ছ) রাওয়া কার্যালয়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী যাহারা তাঁহার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে থাকিবেন তাহাদের উপযুক্ত রেজিস্টার ও রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন। জরুরী প্রয়োজনে সেক্রেটারি জেনারেল চেয়ারম্যানের সহিত পরামর্শক্রমে যেকোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সাময়িক বরখাসত্ম এবং সাময়িক নিযুক্তি দিতে পারিবেন এবং পরবর্তী নির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবে।

(জ) সংস্থার সকল বই-পত্র ও রেকর্ড হেফাজতে রাখিবেন।

(ঝ) বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপনের জন্য সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্ত্তত করিবেন এবং তাহা অনুমোদনের জন্য নির্বাহী পরিষদের সভায় উত্থাপন করিবেন।

(ঞ) বিভিন্ন সহযোগী এবং অধিভুক্ত সংস্থাসমূহের কাজ-কর্ম এবং তাহাদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ করিবেন।

(ট) ট্রেজারারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন এবং নিশ্চিত করিবেন যে, সংস্থার পক্ষ হইতে যে সকল চেক এবং হস্তান্তর যোগ্য দলিলপত্র ইস্যু করা হয় তাহা নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রাধিকৃত ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন।

(ঠ) সংস্থার সকল সম্পত্তির রক্ষক হিসাবে কাজ করিবেন।

(ড) নির্বাহী পরিষদ অন্য কোনো দায়িত্ব দিলে তাহা পালন করিবেন।

(ঢ) সংস্থা কোনো মামলা করিলে কিংবা সংস্থার বিরম্নদ্ধে কোনো মামলা হইলে তাহা সেক্রেটারি জেনারেলের নামে হইবে।

(ণ) নির্বাহী পরিষদের সাথে পরামর্শ এবং অনুমোদনক্রমে তিনি কোন আইনি আদালতে মামলা ও অন্যান্য কার্যক্রমে সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করিবেন। তিনি নির্বাহী পরিষদের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোনো মামলা বা সংশিষ্ট কার্যক্রমে আপোষ করিতে পারিবেন না।

(ত) তিনি চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে ন্যূনতম ১৫ দিনের নোটিশে সাধারণ পরিষদের সভা (এজিএম), ন্যূনতম ২১ দিনের নোটিশে বিশেষ সাধারণ পরিষদের সভা (ইজিএম) এবং ন্যূনতম ০৭ দিনের নোটিশে নির্বাহী পরিষদের সভা এবং ন্যূনতম ২৪ ঘন্টার নোটিশে জরুরী নির্বাহী পরিষদের সভা ডাকিবেন।

(৪) **<u>অন্যান্য পদাবলী:</u>** নির্বাচিত সদস্যদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যাধিক্য, সদস্যের আগ্রহ ও চেয়ারম্যানের বিবেচনায় নির্বাহী পরিষদের বিভিন্ন পদের মনোনয়ন দেওয়া হইবে। সংস্থার চেয়ারম্যান তাহার বিবেচনায়/উদ্ভুত পরিস্থিতিতে পদায়নকৃত মনোনয়ন পরিবর্তন করিতে পারিবেন। উল্লেখিত পদসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নেবর্ণিত হইলঃ

(ক) **জয়েন্ট সেক্রেটারি:**

(১) তিনি সংস্থার সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) তিনি সেক্রেটারি জেনারেলের অবর্তমানে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তাঁহার (সেক্রেটারি জেনারেল) সকল ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারিবেন।

(৩) তিনি সেক্রেটারি জেনারেলের নির্দেশক্রমে সংস্থার দৈনন্দিন কার্যক্রমে তাঁহাকে সহায়তা করিবেন।

পরিক্ষীত

অনুমোদিত
নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা

(৪) তিনি প্রত্যেক নির্বাহী পরিষদের সভার পূর্বে সদস্যপদের আবেদন পত্র অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবেন।

(খ) **ট্রেজারার:**

(১) তিনি সংস্থার সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং সমুদয় তহবিলের পরিচালনা এবং নিরাপত্তা বিধানের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(২) তিনি নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত কোনো তফসিলী ব্যাংক/ব্যাংকসমূহে সংস্থার তহবিল জমা রাখিবেন।

(৩) তিনি ক্যাশ বই, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেজিস্টার এবং আদায় ও ব্যয়ের রশিদ লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৪) তিনি সমুদয় সংগৃহীত অর্থ ব্যাংকে জমা করিবেন। তিনি ধারা-১৩ প্রাধিকৃত পরিমাণের উপরে দুই কর্মদিবসের সঞ্চয়ের বেশি কিছুতেই সংস্থার ক্যাশে রাখিতে পারিবেন না।

(৫) তিনি সমুদয় হিসেবের উপযুক্ত ভাউচার সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৬) তিনি হিসাবপত্র যেকোনো সময় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত রাখিবেন।

(৭) ব্যাংক হিসাব পরিচালনায় কোনো সমস্যা বা অসুবিধা দেখা দিলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে চেয়ারম্যানকে অবহিত করিবেন।

(৮) তিনি রাওয়ার একাউন্ট বিধি ও পারচেজ বিধি হালনাগাদ রাখিবেন এবং সেইসব বিধির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করিবেন।

(৯) তিনি চেয়ারম্যান ও অন্যান্য নির্বাহী কমিটির সদস্যদের সহিত পরামর্শক্রমে সংস্থার বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করিবেন এবং নির্বাহী পরিষদ অনুমোদন সাপেক্ষে সাধারণ পরিষদের অনুমোদনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করিবেন।

(গ) **মেম্বার ডেভেলপমেন্ট:** নির্বাহী পরিষদের নির্দেশনা মোতাবেক সকল প্রকার রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন।

(ঘ) **মেম্বার গেমস্ এন্ড স্পোর্টস:** রাওয়া মেম্বার ও তাদের পরিবারবর্গের অংশগ্রহণে রাওয়া পরিচালিত গেমস্ এন্ড স্পোর্টসের দায়িত্বে থাকিবেন।

(ঙ) **মেম্বার কালচারাল এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট:** নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাওয়ার সকল প্রকার কালচারাল ইভেন্ট এবং এন্টারটেইনমেন্ট প্রোগ্রামের দায়িত্ব পালন করিবেন।

(চ) **মেম্বার ক্যাটারিং:** নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাওয়া ক্যাটারিং সকল প্রকার কর্মকান্ডে দায়িত্ব পালন করিবেন।

(ছ) **মেম্বার বেভারেজ:** নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভাইস চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধায়নে রাওয়া বার এবং বেভারেজ বিভাগের কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব পালন করিবেন।

পরিক্ষীত

অনুমোদিত

নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

(জ) **মেম্বার লাইব্রেরী এন্ড পাবলিকেশন:** নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাওয়া লাইব্রেরির সুষ্ঠু পরিচালনা এবং প্রকাশনার যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করিবেন।

(ঝ) **মেম্বার ওয়েলফেয়ার:** নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধায়নে রাওয়ার সকল প্রকার কল্যাণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করিবেন।

(ঞ) **মেম্বার আইটি :** রাওয়া এর ওয়েব সাইট নিয়মিত হালনাগাদ করণ এবং এর বিভিন্ন কার্যক্রম সমূহ বিধি মোতাবেক ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে যথাযথভাবে প্রচারের ব্যবস্হা করা।

(ট) **মেম্বার (জেনারেল) -১ :** কোনো নির্দিষ্ট দায়িত্ব নাই। তবে নির্বাহী কমিটি বা চেয়ারম্যান কর্তৃক দেওয়া দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিবেন।

(ঠ) **মেম্বার (জেনারেল)-২ :** কোনো নির্দিষ্ট দায়িত্ব নাই। তবে নির্বাহী কমিটি বা চেয়ারম্যান কর্তৃক দেওয়া দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিবেন।

ধারা-৯: নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন:

ক। **নির্বাচন পদ্ধতি:** নির্বাহী পরিষদের নির্বাচনযোগ্য পদে সাধারণ পরিষদ দ্বারা গোপন ব্যালট এর মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন। নির্বাচন কমিশন প্রয়োজন মনে করিলে সুবিধাজনক সময় হইতে ই-ভোটিং এর মাধ্যমেও ভোট গ্রহণ করিতে পারিবেন। নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দের নির্বাচন ও অবসর গ্রহণ নিম্নরুপভাবে অনুষ্ঠিত হইবে:

(১) নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন এক পর্বে প্রতি দুই বছর পর পর ৩০ ডিসেম্বর বা তার পূর্বে অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) উন্মুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে মনোনীত পদ ব্যতিত সকল সদস্যবৃন্দ একত্রে নির্বাচিত হইবেন।

খ। **নির্বাচন প্রক্রিয়া:**

(১) নির্বাচনের সময় রঙ্গিন ছবি যুক্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন করতে হবে এবং সংগঠনের কমিটি গঠনের পূর্বে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। নির্বাচনের দিন নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের উপস্থিত নিশ্চিত করতে হবে।

(২) সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গোপন ভোটের মাধ্যমে অথবা সর্বসম্মতিক্রমে দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা বা নির্বাচনী সভার মাধ্যমে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হবে।

(৩) একজন সদস্য একটি পদে একটি মাত্র ভোট প্রদান করবেন। কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে ভোট প্রদান করা যাইবে না।

পরিক্ষীত

(৪) **কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ:** কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচনের তারিখ থেকে পরবর্তী ২ (দুই) বছর পর্যন্ত কমিটির মেয়াদ বহাল থাকবে। কমিটির এ মেয়াদকালের মধ্যেই পরবর্তী নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩ মাস পূর্বে সেনাসদর এর সাথে সমন্বয় পূর্বক নতুন নির্বাচন কমিশন গঠন করিবেন এবং নির্বাচন সংক্রান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করিবে।

(৫) **সর্বশেষ অনুমোদিত কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ:** অনিবার্য কারণ বশতঃ নির্বাচিত ও নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদে সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হলে নির্বাচিত কমিটি সাধারণ পরিষদের মোট সদস্যের ন্যূনতম ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের সমর্থনে ও অনুমোদনে শুধুমাত্র নির্বাচনের জন্য নির্বাচিত কমিটির মেয়াদ ৩ (তিন) মাস বৃদ্ধি করে বর্ধিতকালীন সময়ের মধ্যে নির্বাচনের সম্পন্ন করতে করিবেন। তবে এ সময় বৃদ্ধি ১ (এক) বারের বেশি নহে।

অনুমোদিত

নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

(৬) **নির্বাহী পরিষদের মেয়াদকালীন পুণঃ মনোনয়ন/নির্বাচনঃ** নির্বাহী পরিষদের মনোনীত কোন পদে অধীষ্ঠিত কোন ব্যক্তি নির্বাহী পরিষদের মেয়াদোত্তীর্ণ হইবার পূর্বে স্বেচ্ছায় বা দূর্নীতি/শৃংখলা বহির্ভূত কোন অভিযোগে দোষী সাবস্থ্য হইলে বা অন্য কোন কারণে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে উক্ত পদে একই পদ্ধতিতে মনোনয়ন প্রদান করা হইবে। নির্বাহী পরিষদের নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য পদত্যাগ করলে অথবা কমিটি বা কমিটির কোন সদস্য দুর্নীতি গ্রস্থ হলে/গঠনতন্ত্র বহির্ভূত কার্যক্রমে লিপ্ত হলে সংস্থার সাধারণ পরিষদ প্রয়োজনে মোট সাধারণ সদস্যের ন্যূনতম ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের সমর্থনে সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে নির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি মেয়াদকালীন সময় পুনর্গঠন অথবা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবেন।

(৭) নির্বাচিত কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার তিন মাস পূর্বে সেনাসদরের সাথে সমন্বয় পূর্বক চাকুরীরত যেকোন মেজর জেনারেল/ সমমর্যাদার কর্মকর্তাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হইবে। অতঃপর সাধারণ পরিষদের অথবা কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার সিদ্ধান্তক্রমে প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ ০৩ (তিন) / ০৫ (পাঁচ) / ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হইবে। এদের মধ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ব্যতিত অন্য সকলে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন । চাকুরীরত সদস্যগণ নির্বাচন কমিশনের সাথে সমন্বয় পূর্বক পর্যেবেক্ষক সদস্য হিসেবে কাজ করিবেন।

(৮) সংস্থার প্রয়োজনে সাধারণ পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ও গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গঠন করিতে পারিবেন।

(৯) নির্বাচনের পর নির্বাচনের ফল ঘোষণা করতে হবে। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর নির্বাচন কমিশন বিলুপ্ত হইবে।

(১০) কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবেন না এমন সদস্য অথবা সংগঠনের সদস্য নন এমন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ নির্বাচন কমিশনের সদস্য হইবেন।

(১১) নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করিবেন এবং নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করিবেন ।

(১২) দুই প্রার্থী নির্বাচনে সমান সংখ্যক ভোট পেলে লটারীর মাধ্যমে ফলাফল চূড়ান্ত করা হইবে।

(১৩) বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদ নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করিবেন ।

(১৪) নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদ নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অনুমোদনের জন্য ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে এবং নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হইবে।

গ। **ভোটের প্রণালী :**

পরিক্ষীত

(১) **ভোট গণনা :**

(ক) ভোট প্রদানের সময় পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোট গণনা শুরু হইবে এবং তাহা সকল ভোট গণনা হওয়া পর্যন্ত চলিবে। ভোট গণনা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন কমিশন ফলাফল শিট প্রস্তুত করিবেন এবং তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

(খ) ভোট গণনা শেষ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নির্বাচিত সদস্যদের নাম নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে ।

(২) **ভোটার:** নির্বাহী পরিষদের সদস্য পদে নির্বাচনে ভোটার হওয়ার যোগ্যতা নিম্নরূপ হইবে:

অনুমোদিত

১৮ নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

(ক) সকল প্রতিষ্ঠাকালীন এবং আজীবন সদস্যগণ যাহারা রাওয়া এবং ইহার সহযোগী সংস্থাসমূহের অক্টোবর মাস পর্যন্ত সকল বকেয়া পরিশোধ করিয়াছেন তাহারা নির্বাচনে ভোট দিতে পারিবেন।

(খ) নির্বাচনের প্রকৃত তারিখের ১০ দিন পূর্বে ভোটার তালিকা রাওয়ার নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানো থাকিবে।

(৩) **সদস্যদের রেজিস্টার:** সংস্থার সদস্যদের একটি রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হইবে যাহা বার্ষিক সাধারণ সভার ১৫ দিন পূর্বে তালিকাভুক্তি বন্ধ রাখা হইবে এবং ঐ সময়ে রেজিস্টারে কোনো নতুন নাম লিপিবদ্ধ করা হইবে না। এছাড়া, ধারা-৭ অনুযায়ী যে সকল সদস্য বাদ দেওয়া হইয়াছে তাহাদের নাম তালিকায় থাকিবে না।

ধারা-১০ : পৃষ্ঠপোষক : প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সেনাবাহিনী প্রধান এবং অন্য ৩ জন (সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধান কর্তৃক মনোনীত PSO / সম পদমর্যাদার কর্মকর্তা পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

ধারা-১১ : সাধারণ সভার নিয়মাবলী :

ক। **বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম):**

(১) সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা বছরে একবার নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে। সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল সভার ন্যূনতম ৪৫ দিন পূর্বে সংস্থার সকল সদস্যকে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের তারিখ সম্বন্ধে অবহিত করিবেন।

(২) কোনো সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় উত্থাপনের জন্য কোনো প্রস্তাব দিতে চাহিলে তাহা উক্ত সভা অনুষ্ঠানের ন্যূনতম ৩০ দিন পূর্বে সেক্রেটারি জেনারেলের নিকট পাঠাইতে হইবে।

(৩) বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যসূচি প্রস্তুতকালে নির্বাহী পরিষদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নির্ধারণের অধিকার থাকিবে:

(ক) কার্যসূচিতে যে সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হইবে তাহার ক্রম নির্ধারণ করা।

(খ) একই বিষয়ে কিংবা তাহার অংশ বিশেষের সমুদয় প্রস্তাব সমন্বয় করিয়া এক বা ততোধিক প্রস্তাব প্রণয়ণ করা।

(গ) সংস্থার লক্ষ্য ও আর্দশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় অথবা অনিয়মিত বা বিধিবহির্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইলে প্রস্তাব বাতিল করা।

(ঘ) সাধারণ পরিষদের বিবেচিত হইতে পারে এমন কোনো প্রস্তাব প্রণয়ন ও বিলি করা।

পরিক্ষীত

(৪) সেক্রেটারি জেনারেল বার্ষিক সাধারণ সভার ন্যূনতম ১৫ দিন পূর্বে সভার কার্যসূচি উল্লেখ পূর্বক সাধারণ পরিষদের অনুমোদনের জন্য প্রস্তুতকৃত সমুদয় নথিপত্র সংযুক্ত করত: সভার নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৫) বার্ষিক সাধারণ সভায় মোট সদস্যের ১০০ (একশত) জন সদস্য অথবা ২৫ (পঁচিশ) শতাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ণ হইবে।

(৬) যদি বার্ষিক সাধারণ সভার নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টার মধ্যে কোরাম পূরণ না হয় তাহা হইলে সেদিনের মত সভা মুলতবী ঘোষণা করা হইবে এবং পরের সপ্তাহের একই দিন, একই সময়ে ও একই স্থানে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

অনুমোদিত

নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা

(৭) সকল সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গৃহীত হইবে।

(৮) বার্ষিক-সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুষ্ঠিত হইবে:

(ক) পুর্বের সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।

(খ) পুর্বের বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং হিসাব বিবরণীর অডিটকৃত এবং প্রত্যায়িত ব্যালেন্সশিট উপস্থাপন ও পাশ করা।

(গ) পরবর্তী বছরের অডিটর নিয়োগ ও ফি নির্ধারণ।

(ঘ) পরবর্তী বছরের জন্য আইনি ফার্ম/আইন পরামর্শক এবং অভ্যন্তরীণ অডিট ও নিরীক্ষা কমিটি নিয়োগ করা।

(ঙ) প্রস্তাব সমূহ সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(চ) চেয়ারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বিষয়ের উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

(ছ) সময় হওয়া সাপেক্ষে নির্বাহী পরিষদ সদস্য নির্বাচন।

খ। **বিশেষ সাধারণ সভা (Extraordinary General Meeting):**

(১) সাধারণ পরিষদ কিংবা চেয়ারম্যান যখন প্রয়োজন এবং অপরিহার্য মনে করিবেন তখনই বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করিতে পারিবেন।

(২) এই ধরণের সভা রেজিস্টারে তালিকাভুক্ত কমপক্ষে ৩০ শতাংশ সদস্যের দাবি অনুযায়ীও ডাকা যাইতে পারে।

(৩) বার্ষিক সাধারণ সভার মত একই পদ্ধতিতে এই সভা আহবান করা যাইতে পারে এবং সভা পরিচালনার ব্যাপারে একই রীতি নীতি অনুসরণ করা হইবে। কেবল সর্বনিম্ন ২১ দিনের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে। বিশেষ সাধারণ সভার নোটিশে সভার বিশেষ উদ্দেশ্য উল্লেখ করিতে হইবে এবং উক্ত সভার নোটিশে উল্লেখিত বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয় আলোচনা করা যাইবে না।

(৪) বিশেষ সাধারণ সভায় যেসকল বিষয় উত্থাপন করা হইবে সদস্যগণ সে ব্যাপারে সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে নোটিশ পাঠাইবেন এবং সভা ডাকার অনুরোধ জানাইবেন।

(৫) বার্ষিক সাধারণ সভায় ন্যূনতম ১০০ (একশত) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম পূর্ণ হইবে।

(৬) নির্বাহী পরিষদের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে যদি কোনো অনাস্থা প্রস্তাব আনয়নের জন্য বিশেষ সাধারণ সভা ডাকিতে হয় তাহা হইলে কমপক্ষে রেজিস্টারে তালিকাভুক্ত ৩০ শতাংশ সদস্যের স্বাক্ষর সম্বলিত পিটিশন প্রয়োজন হইবে এবং সভায় উপস্থিত ৭৫ শতাংশ সদস্যের ভোটে প্রস্তাব পাশ হইতে হইবে।

পরিক্ষীত

গ। **কার্যবিবরণী এবং তাহার প্রমাণ/স্বাক্ষর:** বার্ষিক/ বিশেষ সাধারণ সভা এবং নির্বাহী পরিষদসমূহের সভার সকল মিনিটস, কার্যবিবরণী এবং প্রসত্মাবসমূহ যাহা চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে এবং সেইসকল মিনিটস সকল প্রতিষ্ঠাকালীন আজীবন সদস্যদের জ্ঞাতার্থে তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। সকল মিনিটস সংশ্লিষ্ট সভাসমূহের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে পরিগণিত হইবে।

ধারা-১২: সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা: সাধারণ পরিষদ হইবে সংস্থার সর্বোচ্চ পরিষদ। সংস্থার সকল নিয়মিত সদস্যবৃন্দ সাধারণ পরিষদের সদস্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন। প্রধান পৃষ্ঠপোষকের অনুমোদন সাপেক্ষে সাধারণ পরিষদের নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের কার্যাবলী/প্রস্তাব অনুমোদন করা বা না করা এবং সংস্থার গঠনতন্ত্র সংশোধনের ক্ষমতা থাকিবে।

অনুমোদিত

নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

২৫

ধারা-১৩ : আর্থিক প্রশাসন ও তহবিল ব্যবস্থাপনা:

ক। সংস্থা তাহার কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য নিমণলিখিত যেকেনো উপায়ে বা নির্বাহী পরিষদ সিদ্ধান্তক্রমে অন্য কোনো আইন সম্মত উপায়ে তহবিল সংগ্রহ করিতে পারিবে:

(১) সদস্যদের চাঁদা ও অধিভুক্ত সংস্থাসমূহের চাঁদা।

(২) সরকার এবং সশস্ত্রবাহিনী সদর দপ্তরের নিকট আবেদনের মাধ্যমে।

(৩) বিনিয়োগ ও সেবাখাত থেকে প্রাপ্ত আয়।

(৪) খেলাধূলা, প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী, নৃত্য, উৎসব এবং অন্যান্য সৃজনশীল সামাজিকভাবে অনুমোদিত বিনোদনের মাধ্যমে।

(৫) বই, ম্যাগাজিন, জার্নাল, সাময়িকী, সংবাদপত্র প্রকাশনা ও উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে।

(৬) অনুদান/উপহার।

(৭) বৈদেশিক সাহায্য ও অনুদান গ্রহণের মাধ্যমে।

খ। **তহবিল ব্যবস্থাপনা:** সংস্থার সকল তহবিল ও সম্পত্তি সংস্থার কার্যাবলী পরিচালনার জন্য নির্বাহী পরিষদের কাছে ট্রাস্ট হিসেবে ন্যস্ত থাকিবে।

গ। **তহবিল বৃদ্ধি:** সংস্থার তহবিল বৃদ্ধির নিমিত্তে তহবিল সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও ব্যয় কিংবা কোনো অনুষ্ঠান, সামাজিক বিনোদন, প্রতীক বিক্রি করা, কিংবা সব রকম চাঁদা অনুদান ও উপহার নেওয়ার জন্য বৈধ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

ঘ। **হিসাব :**

(১) সংস্থার তহবিল নির্বাহী পরিষদের অনুমোদিত তফশিলী ব্যাংকে সংস্থার নামে সঞ্চয়ী/চলতি হিসাবে জমা থাকিবে।

(২) এসব একাউন্ট চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি জেনারেল এবং ট্রেজারার এই তিন জনের মধ্যে যে কোনো দুইজনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালনা করা হইবে।

(৩) সংস্থার ক্যাশে একসঙ্গে নগদ ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ মাত্র) টাকার বেশি রাখা যাইবে না। এক্ষেত্রে যাবতীয় খরচ যথাযথভাবে সমন্বয় করিতে হইবে।

(৪) **মঞ্জুরি ক্ষমতা:** সংস্থার পক্ষে তহবিলসমূহ হইতে ব্যয়ের মঞ্জুরি ক্ষমতা নিম্নরুপ হইবে:

(ক) সাধারণ পরিষদ - যেকোনো পরিমাণ।

(খ) নির্বাহী পরিষদ - ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকা এবং অনুমোদিত বাজেটের আওতায় যেকোন পরিমাণ।

(গ) চেয়ারম্যান জরুরী প্রয়োজনে ৫,০০,০০০.০০/- (পাঁচ লক্ষ মাত্র) টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন।

(ঘ) জরুরী প্রয়োজনে ভাইস চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি জেনারেল ও ট্রেজারার এর মধ্যে যেকোন ২ জন যৌথভাবে- ২০০,০০০.০০/- (দুই লক্ষ মাত্র) টাকা ব্যয় করিতে পারিবেন।

(৫) নির্বাহী পরিষদ বিস্তারিত ব্যয়ের পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

পরিক্ষীত

অনুমোদিত

নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

(৬) বার্ষিক বাজেটের অন্তর্ভূক্ত অনির্ধারিত বিবিধ খাতে সর্বমোট বার্ষিক ব্যয় ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকার অধিক হইবে না।

ঙ। **ব্যয় নির্ধারণ পদ্ধতি:** সাধারণ পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে সংস্থার সাধারণ তহবিল নিম্নলিখিত খাত ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাইবে না :

(১) কর্মচারীদের বেতন, ভাতা অথবা হিসাব নিরীক্ষাসহ প্রশাসনিক কাজের জন্য ব্যয়।

(২) সংস্থা কোনো মামলার বাদী বা বিবাদী হওয়ার কারণে সংস্থার অথবা সংস্থার কোনো সদস্য সংস্থার অধিকার রক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট দাপ্তরিক কাজের জন্য বিবাদী/বাদী হওয়ার কারণে মামলা পরিচালনার প্রয়োজন হইলে।

(৩) সংস্থা অফিস, ক্লাব ও লাইব্রেরীতে সংবাদপত্র, সাময়িকী এবং ম্যাগাজিন রাখার জন্য।

(৪) সংস্থার কোনো সাব-কমিটি বা সদস্য সংস্থার কোনো দাপ্তরিক কাজের জন্য কোনো ব্যয় করিলে তাহা পরিশোধের জন্য।

(৫) গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত সংস্থার কোনো বা সকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ব্যয় করিলে।

চ। **অডিট:**

(১) সংস্থার সকল হিসাব/নিকাশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোনো হিসাব সংস্থা (অডিট ফার্ম) দ্বারা হিসাব নিরীক্ষা করা হইবে। এই ধরনের হিসেব নিরীক্ষা বার্ষিক ভিত্তিতে হইবে। নিরীক্ষা শেষে প্রতিবেদন নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ বরাবরে প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) তিন থেকে পাঁচজন সদস্য সম্বলিত অভ্যমন্তরীণ অডিট এবং নিরীক্ষা কমিটি বা IAOC (Internal Audit & Oversight Committee) প্রতি এক বছরের জন্য সাধারণ পরিষদ দ্বারা গঠিত হইবে।

(৩) IAOC ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অডিট সম্পন্ন করিয়া নির্বাহী পরিষদের নিকট উপস্থাপন করিবে এবং উহার ০১ কপি রাওয়ার বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার জন্য মনোনিত অডিট ফার্মকে প্রদান করিবে।

ধারা-১৪ : বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান বিষয়ক :

ক। বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান গ্রহণের ক্ষেত্রে দেশের প্রচলিত যথাযথ বিধি-বিধান অনুসরণ করা হবে। বৈদেশিক সাহায্য/অনুদান গ্রহণের ক্ষেত্রে সংস্থাটি সরকারের যে কোনো সিডিউল ব্যাংকে হিসেব পরিচালনা করিবে।

খ। **প্রাক্তন সামরিক কর্মচারী এবং সমর অভিজ্ঞ সৈনিকদের আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সম্পর্ক:** সংস্থা নির্বাহী পরিষদ সিদ্ধান্তক্রমে ওয়ার্ল্ড ভেটেরান ফেডারেশন (World Veterans Federation), ব্রিটিশ কমনওয়েলথ প্রাক্তন সামরিক কর্মচারী সমিতি (British Commonwealth Ex-Services Association) এবং এরূপ অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রাক্তন সৈনিক সংস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত হইতে পারে। নির্বাহী পরিষদ এসকল সংস্থার সাথে সংস্থার সদস্যপদ যেকোনো সময়ে ছিন্ন করিতে পারিবে।

পরিবর্তিত

গ। **অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধিত্ব:** কোনো সদস্য কোনো পাবলিক সংস্থা বা সংস্থার সাথে সম্পর্ক আছে এমন কোন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মনোনিত হইলে তিনি নির্বাহী পরিষদকে সন্তুষ্টি বিধান করিয়া এরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন। সংস্থার এরূপ প্রতিনিধি নির্বাহী পরিষদ এবং চেয়ারম্যানের পরামর্শ অনুসরণ করিবেন।

ঘ। **অধিভুক্ত সংস্থাসমূহ:** প্রত্যেক অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা স্বাধীনভাবে তাহাদের তহবিল এবং কার্যক্রম পরিচালনা করিবে। অন্যথায়, তাহা অধিভূক্তির শর্তাবলী অনুসারে পরিচালিত হইবে। অধিভূক্ত কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যদি কোনো রাজনৈতিক দল বা গ্রুপে যোগদান করিলে তাহা হইলে তাহাদের অধিভুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইয়া যাইবে।

অনুমোদিত
২২
নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা।

ধারা-১৫ : গঠনতন্ত্রের সংশোধন: প্রধান পৃষ্ঠপোষকের অনুমোদন সাপেক্ষে গঠনতন্ত্র, Bye laws, SOP এবং Code of Conduct সংশোধনের ক্ষেত্রে আহুত সংস্থার বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত ৭৫ শতাংশ সদস্যের ভোটে নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিবর্ধন করা যাইবে:

ক। ভোট প্রদানের যোগ্য সকল সদস্যের কাছে সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ২১ দিন পূর্বে নির্বাহী পরিষদ মতামতসহ এই ধরনের পরিবর্তন, সংশোধন, বিয়োজন ও পরিবর্ধনের নোটিশ পাঠাইতে হইবে।

খ। ভোট প্রদানের যোগ্য ১০০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হইবে।

ধারা-১৬ : আইন ও বিধির প্রাধান্য:

ক। স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অর্ডিন্যান্স ১৯৬১ এবং তদধীনে প্রণীত স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) বিধি, ১৯৬২ অত্র সংস্থার মূল আইন ও বিধি হিসাবে পরিগণিত হইবে।

খ। সংস্থার প্রধান ও স্থায়ী কার্যালয় ঢাকা সেনানিবাস (মহাখালী ডিওএইচএস) এর সামরিক ভূমিতে স্থাপিত হওয়ায় এবং ডিওএইচএস সমূহ সেনানিবাসের অংশ হওয়ায় ক্যান্টনমেন্ট আইন ২০১৮ এর সংশ্লিষ্ট ধারা সমূহ অত্র সংস্থার সকল কার্যক্রমে যতদূর সম্ভব প্রয়োজনে প্রযোজ্য হইবে ।

গ। সংস্থার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত পরিচালনা পরিষদ তথা নির্বাহী পরিষদ একটি তালিকা প্রতি বছর স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার রেজিস্ট্রারের নিকট জমা দিতে হইবে।

ঘ। গঠনতন্ত্র অনুমোদনের জন্য অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় অনুমোদিত সংস্থার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং আইন-কানুন সম্বলিত ধারাসমূহ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

ঙ। গঠনতন্ত্রের কোন ব্যত্যয়/SOP, BYE LAWS, CODE OF CONDUCT পরিপন্থি কোন কাজ পরিলক্ষিত হইলে অথবা সামগ্রীকভাবে সশস্ত্র বাহিনী তথা দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হইলে প্রধান পৃষ্ঠপোষক অন্য পৃষ্ঠপোষকদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে নির্বাহী পরিষদ বাতিলসহ প্রয়োজনীয় কার্যকরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন ।

ধারা-১৭ : সংস্থা ভাঙিয়া দেওয়া এবং পরিসম্পদ হস্তান্তর:

ক। প্রধান পৃষ্ঠপোষকের অনুমোদন সাপেক্ষে সংস্থা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য এতদুদ্দোশ্যে আহুত বিশেষ সাধারণ সভায় উপস্থিত তিন-পঞ্চমাংশ সদস্যের ভোটে সংস্থা ভাঙিয়া দেওয়া যাইবে। তবে এ জন্য সদস্যদের ২ মাসের নোটিশ দিতে হইবে। বিষয়টি স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য সভার ১৫ দিন পূর্বে আরও একটি তাগিদপত্র সদস্যদের দিতে হইবে।

খ। সংস্থা ভাঙিয়া দেওয়ার পর সংস্থার পরিসম্পদসমূহ সব আইনগত দেনা পরিশোধের পর ভঙ্গাকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে ব্যয় করা যাইবে। অন্যথায় উক্ত পরিসম্পদসমূহ সংস্থার উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে নির্বাহী কমিটি অথবা স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অর্ডিন্যান্স ১৯৬১ এর ১২ ধারা অনুযায়ী সংস্থা কর্তৃক নিয়োগকৃত লিকুইডেটর কর্তৃক ব্যয় করা যাইবে।

অনুমোদিত
2/12/2020
নিবন্ধীকরন কর্তৃপক্ষ
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন)
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ঢাকা ।